জনবসতি অঞ্চল চিহ্নিতকরণ

বাংলাদেশে সর্বত্র জনবসতি ও জনসংখ্যার ঘনত্ব সমান নয়। নিচে বাংলাদেশের বিভিন্ন জনবসতির ঘনত্বের অঞ্চল চিহ্নিত করা হলো:-

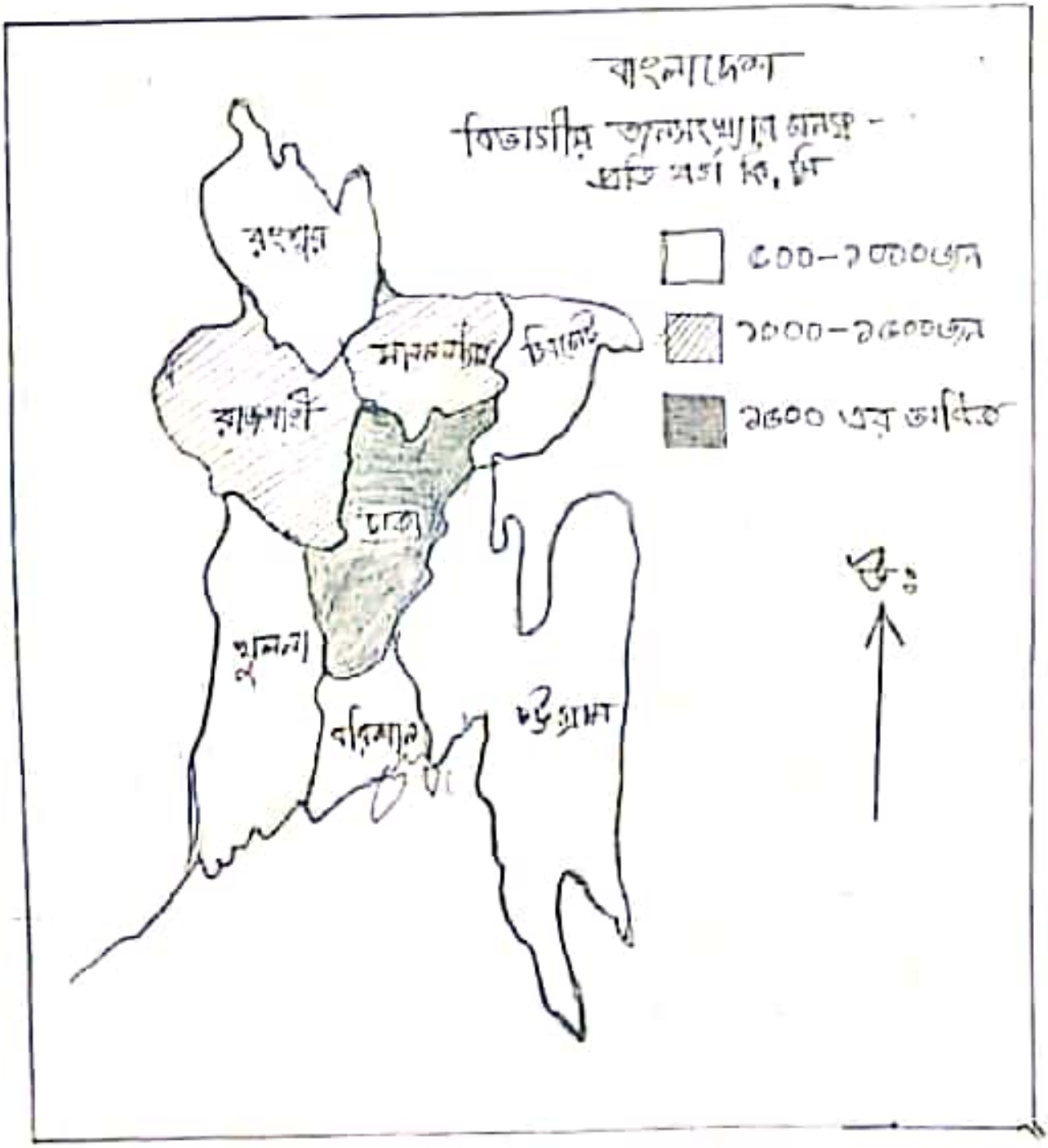

চিত্র: বিভাগওয়ারী জনসংখ্যার ঘনত্ব।

Scanned with CamScanner

উপরোক্ত তথ্যের মানচিত্রে দেখা যায় যে, ঢাকা রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগ ঘনবসতিপূর্ণ। ঢাকার প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা রয়েছে ১৫০০ এর অধিক। আবার রাজশাহী ও ময়মনসিংহে রয়েছে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এক হাজার থেকে দেড় হাজারের মধ্যে। কিন্তু ৫০০-১০০০ জনের মধ্যে সিলেট, রংপুর, খুলনা, বরিশাল বিভাগ। যা দেশের অন্যান্য বিভাগগুলো থেকে তুলনামূলক।

Scanned with CamScanner

অঞ্চলভিত্তিক জনসংখ্যার বণ্টনের কারণ

চিত্র-১৩ এর মানচিত্রে প্রদর্শিত তিনটি জনবসতি অঞ্চল তথা ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহের জনসংখ্যা বণ্টনের পাঁচটি কারণ নিচে তুলে ধরা হলো: —

1) পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:

স্বাভাবিকভাবে মানুষ যেসব অঞ্চলে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুনগত মান ভালো সেসব অঞ্চলে বসবাস করতে চায়। আর ঠিক তেমনি ঢাকা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় ঐ সকল অঞ্চলের প্রতি লোকজন আকৃষ্ট হয়। যার ফলস্বরূপ এসব অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি।

Scanned with CamScanner

ii) কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা:

ঢাকা শহরে প্রচুর পরিমাণে শিল্প-কারখানাও বিভিন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। আর এই কারণে বাংলাদেশের গ্রাম থেকে একটা বাড়তি প্রত্যাশায় বহুলোক ঢাকা-রাজধানীতে আসে। আর এতে এসব অঞ্চল জনবসতিতে পরিণত করেছে।

iii) শিক্ষা:

শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার। আর এই শিক্ষা অর্জনের জন্য মানুষ শহরমুখী হয়। অনেক গ্রামাঞ্চলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মতো কোনো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নেই। যার ফলে মানুষ মানসম্মত ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ঢাকা শহরে পাড়ি জমিয়েছে আর এতে করে ভিড়টা হলেও এসব অঞ্চলে জনসংখ্যার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

Scanned with CamScanner

iv) শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার:

জনসংখ্যা বণ্টনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার। আমরা জানি, সুপ্রাচীনকাল থেকে ঢাকা শহরে বিভিন্ন শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। আর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও সুযোগ থাকার কারণে এসব অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়ে যায়।

iv) চিকিৎসা:

অনেক সময় দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকার কারণে শহরাঞ্চলে উন্নত চিকিৎসার জন্য মানুষ পাড়ি জমায়। আর সেই সাথে ঐ শহরে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়ে যায়। যেমন- ঢাকার কথা বলতে গেলে এখানকার চিকিৎসার ব্যবস্থা অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক উন্নত।

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাব

কোনো দেশ বা অঞ্চলের জন্য জনসংখ্যা থাকা অপরিহার্য। কিন্তু সেই জনসংখ্যা আয়তন ও দেশের সম্পদের তুলনায় অধিক হলে ঐ অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশের জন্য চাপ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার যা বিশ্ব আয়তনের দিক দিয়ে ৯৪ তম। কিন্তু এই দেশটি জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিশ্বে অষ্টম স্থানে অবস্থান করছে। আর এই বিশাল জনসংখ্যার কারনে যেসব প্রভাব পড়ে নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো:-

i) বাসস্থানের অভাব:

জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে গ্রামএবং শহর এলাকায় বাসস্থানের অভাব দেখা দেয়

গ্রাম এবং শহর উভয় এলাকায় বাসগৃহ নির্মানের ফলে কৃষিজমি হ্রাস পাচ্ছে। শহরে দেখা যায় যে বাসস্থানের অভাবে এর উপকণ্ঠে গৃহছাড়া বস্তিতে দুর্বিষহ মানবেতর জীবনযাপন করছে। আর প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন বাসস্থান এর জমিকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে হাউজিং ও অন্যান্য অবকাঠামো। আর এসবের পিছনে মূল কারন হলো অতিরিক্ত ও দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি।

ii) খাদ্যের উপর প্রভাবঃ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। দেশে খাদ্যের অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রতিবছর দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু খাদ্যের চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছেনা। যার ফলে

প্রতিবছর গড়ে প্রায় ২০-৩০ লক্ষ টন খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

iii) আবাদি জমির ওপর চাপ:

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের কৃষি জমির ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জমির আয়তন বাড়ছে না। বরং এতে কৃষি জমিগুলো ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত হচ্ছে। বর্তমানে এর মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.২৫ একরের কাছে ও আরও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। যার ফলে, কৃষকদের দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি দুঃখ, অভাব, অনটন, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

iv) যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর প্রভাবঃ

জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর প্রভাব পড়েছে। এদেশের ট্রেন, বাস কিংবা নৌযানেও প্রচন্ড উপচে পড়া ভিড়। এমনও দেখা যায় যে, অনেকে ট্রেনের টিকিট ক্রয় করেও ট্রেনে উঠতে পারে না। শহর এলাকায় পরিবেশ দূষণ এবং বাস্তুসংস্থানগত ক্ষয় ও বিনাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

v) বেকার সমস্যাঃ

বেকারত্ব বাংলাদেশের একটি জাতীয় সমস্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। যার ফলে এটি দ্রুত তীব্র আকারে বিরাজ করছে।

সুতরাং উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা

যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অনুন্নতি, খাদ্য ঘাটতি, দারিদ্র্যতা, জীবনযাত্রার নিম্নমান প্রভৃতি সমস্যার প্রধান হচ্ছে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক

প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে ওই সম্পদকে বুঝায় যেই সম্পদ গুলো মানুষ নিজেরা তৈরি করতে পারে না। অর্থাৎ যেগুলো প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায় তাগুলোই প্রাকৃতিক সম্পদ। পৃথিবীতে যে কোনো দেশের উন্নয়নে সম্পদের গুরুত্ব অপরিহার্য। আবার এই সম্পদের মতো জনসংখ্যা থাকাটাও অতীব জরুরি। কোনো দেশে সম্পদের সাথে জনসংখ্যা ভারসাম্য থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। কারন সম্পদের

তুলনায় যদি জনসংখ্যা কম বা বেশি হলে সেক্ষেত্রে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হবে না বা সম্পদের অভাব হয় এবং নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করছে এবং এর প্রভাব পড়ছে।

১। ভূমিঃ

ভূমির ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষ অধিক ফলনের আশায় অধিক কীটনাশক, সার ব্যবহার করছে। আবাদি জমি ও ভূমিতে নতুন নতুন অবকাঠামো স্থাপন, বানিজ্যকেন্দ্র স্থাপন, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রশাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

এর ফলে আবাদি জমি হ্রাস, জমির উর্বরতা হ্রাস, মাটি দূষন, মাটি ক্ষয় সহ ভূমির উপর

বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

২) পানি ঃ

কৃষি ও সেচ কার্যে, খাবার পানি হিসেবে, যোগাযোগ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে, শিল্পক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিভিন্ন কাজে পানি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে পানির ওপর ব্যাপক চাপ পড়ছে। আর এতে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাচ্ছে। পানিতে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য, রং, গ্রিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য সংযুক্ত হচ্ছে। এতে করে জলজ উদ্ভিদ, প্ল্যাংকটন ও শ্যাওলা জন্মাতে পারছে না। ফলে জলজ প্রাণী বিলুপ্ত হচ্ছে।

৩) বনজ সম্পদ ঃ

দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রতিনিয়ত বনাঞ্চল কেটে আবাসস্থল তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদগুলো বিলুপ্তির পথে।

৪) প্রাকৃতিক সম্পদ:

প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, চিনা মাটি, তেল গন্ধক ও সম্প্রতি লোহারখনি ইত্যাদি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ।

এদেশে এসব প্রাকৃতিক সম্পদগুলো সদ্ব্যবহার করা হচ্ছেনা। এর কারন হলো মূলধনের অভাবে এসব প্রাকৃতিক খনিজগুলো থেকে সম্পদগুলো উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছেনা।

পরিশেষে বলতে পারি জনসংখ্যার মধ্যেমধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য জনসংখ্যা নীতি গ্রহন করা উচিত। এই নীতির মাধ্যমে জনসংখ্যাও আমাদের মাঝে সমন্বয় সাধন করে যে কোন দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা যাবে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner